নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে আরপিওর শর্ত পূরণে নির্বাচন কমিশনকে আরো কঠোর হতে হবে

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে নারী ও পুরুষ মিলে সর্বমোট প্রার্থী ছিলেন ১৮৪৮ জন, এঁদের মধ্যে নারীপ্রার্থী ছিলেন ৬৯ আসনে মোট ৬৮ জন। প্রতিদ্বন্দ্বী ৬৮ জন নারীপ্রার্থীর মধ্যে বিজয়ী হয়েছেন ২২ জন। সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নির্বাচিত হওয়া এই উভয় ক্ষেত্রেই নারী উপস্থিতি আগের যে কোনো জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চাইতে বেশি। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৯ জন নারীপ্রার্থীর মধ্যে নির্বাচিত হন ৫ জন, ষষ্ঠ নির্বাচনে ৩৬ প্রার্থীর মধ্যে ৮ জন, সপ্তম নির্বাচনে ৩৭ প্রার্থীর মধ্যে ৫ জন, অষ্টম নির্বাচনে ৩৮ প্রার্থীর মধ্যে ৬ জন, নবম নির্বাচনে ৫৯ প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জন এবং দশম নির্বাচনে ২৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮ জন নারী বিজয়ী হয়েছিলেন। জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির এই চিত্রটি নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। তবে সরকারে, বিরোধী দলে এবং সংসদে দীর্ঘদিন ধরে নারীনেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির এই হার মোটেই সন্তোষজনক নয়।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১০,৪১,৯০,৪৮০; যার মধ্যে পুরুষ ৫,২৫,৪৭,৩২৯ ও নারী ৫,১৬,৪৩,১৫১। প্রায় সমান সমান ভোটার সংখ্যা বিবেচনায় নিলে নির্বাচনে নারীদের মনোনয়নও পাবার কথা ছিল পুরুষের সমান; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পেয়েছেন পুরুষদের ৩.৬৮ শতাংশ মাত্র। এই চিত্রটিই বলে দেয় যে আমাদের রাজনীতি পুরুষাধিপত্যশীল, যার নীতি নির্ধারিত হয় মূলত পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসন দ্বারা।

রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের মনোনয়ন কম দেবার কারণ হিসেবে সাধারণত নির্বাচিত না হবার আশঙ্কার অজুহাত সামনে এনে থাকেন। অথচ সত্য হলো, এবারের নির্বাচনে মোট প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষপ্রার্থীর ১২.৯ শতাংশ এবং নারীপ্রার্থীর ৩২.৩৫ বিজয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে, দলে নারীর স্বল্প উপস্থিতির প্রশ্নে নেতৃবর্গ বলে থাকেন যে, রাজনীতিতে আগ্রহী যোগ্য নারীর সংখ্যা কম। কথাটা যে মোটেই সত্য নয়, তা ৪৩টি সংরক্ষিত আসনের বিপরীতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহকারী ১৫১০ জন নারীর সংখ্যা দিয়েই বোঝা যায়।

দেশের সংবিধান ও বিদ্যমান নীতি অনুযায়ী রাজনৈতিক দলে নারীর সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২০০৯ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন করে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল স্তরের কমিটিতে ২০২০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ সদস্যপদে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করবার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। কিন্তু ২০১৯-এ এসেও নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো পর্যায়ের কমিটিই উল্লিখিত শর্ত পূরণের ধারেকাছেও পৌঁছুতে পারে নি। নভেম্বর ২০১৮-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল জানায়, নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে গড়ে নারীনেতৃত্ব রয়েছে মাত্র ২ থেকে ৪ শতাংশ, যা খুবই হতাশাজনক।

আমরা মনে করি, নির্বাচন কমিশনকে এ ব্যাপারে আরো কঠোর হতে হবে, যাতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো দলের সকল পর্যায়ের কমিটিতে নারীনেতৃত্ব বাড়াতে উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়। পাশাপাশি আরপিওতে এই মর্মে একটি সংশোধনীও আনতে হবে, যাতে দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয় এমন সকল নির্বাচনে ৩৩ শতাংশ নারীকে মনোনয়ন দেওয়াও নিবন্ধনের অবশ্যপালনীয় শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে অবশ্যই এর ৫ নম্বর লক্ষ্য জেন্ডার সমতা অর্জনে সফল হতে হবে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সেই সাফল্য অর্জনে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।